প্রথম আলো

তারিখ ... 10 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ

সাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা নেননি শিক্ষকেরা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবি এবং অর্থমন্ত্রীর 'শিষ্টাচারবহির্ভূত' মন্তব্যের প্রতিবাদে গতকাল বুধবার কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন দেশের সাতটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।

গত সোমবার মন্ত্রিসভায় নতুন অনুমোদিত জাতীয় বেতনকাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদাহানি ও অবমূল্যায়ন করা হয়েছে—এমন দাবিতে গত মঙ্গলবার কর্মবিরতি পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা। এই কর্মবিরতিকে 'যুক্তিহীন' দাবি করে ওই দিনই শিক্ষকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জ্ঞানের অভাবে আন্দোলন করছে। অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যে গতকাল বুধবার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে বিএনপি সমর্থন করে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আ স ম হান্নান শাহ। গতকাল জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের মাইক্রোবায়োলজি গ্যালারিতে এক জরুরি সভা করে দুপুর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন শুরু করেন শিক্ষকেরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার শরীফুল ইসলাম। এতে বিভিন্ন অনুষদের ১৩২ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়: ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা দিনভর কর্মবিরতি পালন করেছেন। তাঁরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে সারা দিন অবস্থান করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষক সমিতি। একই সঙ্গে শিক্ষকেরা তাঁর এ বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এ এইচ এম আক্তারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: অর্থমন্ত্রীর 'শিষ্টাচারবহির্ভূত' মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গতকাল বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষকেরা কালো ব্যাজ ধারণ, মৌন মিছিল, মানববন্ধন ও কর্মবিরতি পালন করেন। এর আগে বেলা ১১টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হন। শিক্ষকেরা ক্যাম্পাসের স্বাধীনতা চত্বরের সামনের সড়কে মানববন্ধন করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহার ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবিতে গতকাল পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। ৪২তম ব্যাচের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবারও কর্মবিরতি পালন করবেন শিক্ষকেরা।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক বিবৃতিতে বলা হয়, গণমাধ্যমে অর্থমন্ত্রী যে বিরূপ ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন, তাতে শিক্ষক সমিতি ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও মর্মাহত।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে অর্থমন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান

শিক্ষকদের নিয়ে মন্তব্যের কারণে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অর্থমন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। গতকাল বুধবার ফেডারেশনের এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল বিবৃতিতে সই করেন। তাঁরা বলেন, অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সময় অযাচিত, বিরূপ ও হাস্যকর মন্তব্য করে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন।

এ ছাড়া গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদের জরুরি সভা হয়েছে। এ সময় অর্থমন্ত্রীকে অবিলম্বে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়।

এ বিষয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ কামাল *প্রথম আলো*কে বলেন, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিরাগের বশবর্তী হয়ে মন্ত্রী যেসব কথা বলেছেন, এর মাধ্যমে তিনি শপথ ভঙ্গ করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্ত্রী হিসেবে থাকার সব নৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার হারিয়েছেন। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবে শিক্ষক সমিতি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়, সপ্তম বেতনকাঠামোতে সচিব ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা সর্বোচ্চ গ্রেড ১-এ ছিলেন। শুধু মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিব গ্রেড-১ এ থাকলেও একটি অতিরিক্ত ভাতা পেতেন। কিন্তু সদ্য ঘোষিত অষ্টম বেতন স্কেলে গ্রেড-১ এর ওপরে আরও দুটি বিশেষ ধাপ রয়েছে এবং সিলেকশন গ্রেড বাতিল করা হয়েছে।

ঘোষিত বেতনকাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চার দফা দাবির কোনোটিই গ্রহণ করা হয়নি—দাবি করে বিবৃতিতে বলা হয়, 'অর্থমন্ত্রীর মন্তব্য বাংলাদেশের শিক্ষা পরিবারের প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি সদস্যের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এমতাবস্থায় আমরা অর্থমন্ত্রীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানাই।'